R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

এপিকের গো-খাদ্য **সুপার হিমুলদানা** এবং মুরগী, মাছের খাদ্য বিক্রেতা

পুরুষোত্তম খাদ্য ভাণ্ডার

(ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী পোলট্রি ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিঃ অনুমোদিত)

মিঞাপুর কালী মন্দিরের সম্মুখে

পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৮১শ বর্ষ ২২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৮ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০১ সাল। ১৬শে অক্টোবর, ১৯৯৪ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

তত্ত্বাবধান ঠিক মতো না হওয়ায় ব্যারেজ গেটগুলি একে একে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

ফরাক্কা ঃ স্থানীয় ব্যারেজের গেটগুলি বহুদিন যাবৎ সংস্কার করা হচ্ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত গেটগুলি দিয়ে জল চলাচল ঠিক মত না হওয়ায় নদীতে চর দেখা দিয়েছে। সেগুলি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি প্রথায় দূর করার কোন চেষ্টাও কর্তৃপক্ষ করছেন না। তাঁদের কথা হল কেন্দ্রীয় সরকার গেট সংস্কারের টাকা প্রায় একরূপ বন্ধ করে দিয়েছেন। এর ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলস্রোত বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় নদীর নাব্যতা নষ্ট হচ্ছে ও হুগলী নদীতে পরিমাণ মত জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। সংস্কার করা না হলে কলকাতা বন্দরেরও ক্ষতি হবে। মাস কয়েক আগে দুটি গেটের কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গিয়ে সেখান দিয়ে প্রবল গতিতে জল বয়ে চলেছে। সংস্কার তো দূরের কথা গেটগুলিকে ক্ষতির (শেষ পৃষ্ঠায়)

শেষ পর্যন্ত পুলিশ ক্যাম্প বসলো- জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার ঘুরে গেলেন

জঙ্গিপুর ঃ বিগত কয়েকদিনের বোমাবাজির পর রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের খেজুরতলা, বোলতলা ঘাটের মধ্যে রেষারেষি আপাততঃ বাক্সবন্দী হলো। রামদেবপুর প্রাথমিক স্কুলে এবং মিঠিপুর বেসিক স্কুলে দুটি পুলিশ ক্যাম্প বসলো। ডি এম এবং এস পিও ঘটনাস্থল ঘুরে গেলেন গত ২২ অক্টোবর। গত ২৩ অক্টোবর আমাদের প্রতিনিধি ঐ অঞ্চলে গিয়ে দেখেন মানুষজনের মধ্যে আতঙ্কভাব রয়েছে। বোমাবাজিতে যুক্ত বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। রাস্তায় একটি পুলিশ জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এক্কাওয়ালা জানায় কাল ঘুরে গেলেন পুলিশ সাহেব। এখন পর্যন্ত কাউকে ধরা হয়নি। তবে এটা ঠিক কথা ঘাটের পরস্পর বিরোধী দলের মধ্যে বোমাবাজি সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষকে তারা কিছু বলেনি। কিন্তু যেখানে হাজার হাজার বোমা ঘন্টার পর ঘন্টা ফেটেছে সেখানে পথে হাঁটতে প্রাণের ভয় ছিলই। সব বুঝে তাই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাধারণের মধ্যে। জনৈক শিক্ষক জানালেন, আমরা সকলে মিলে একটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

৩টি পিস্তল, ২টি ম্যাস্কেট ও ৯২ রাউণ্ড গুলিসহ একজন দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ২২ অক্টোবর ভোরে রঘুনাথগঞ্জমুখী 'মা যশোদা' বাস থেকে সুতি থানার সাজুর মোড়ে কান্টমস্ সিদ্দিক সেখ নামে জনৈক দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করে। তার বাড়ী কালিয়াচকে। তার কাজ থেকে বিহারের প্রস্তুত তিনটি পিস্তল, দুটি মাস্কেট ও বিরানব্বই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। সিদ্দিককে স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিদ্দিক বলে তারা তিনজন ওই মালগুলি রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলায় নামিয়ে দেবার ভার নেয় ন'শো টাকার বিনিময়ে। তার কথা মত জঙ্গিপুরের এস ডি পি ও পুলিশ বাহিনী নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাট এলাকার কাওয়াপাড়া বস্তির কুখ্যাত সুকু সেখের বাড়ীতে তল্লাসী চালান। কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় না। আর এক দুষ্কৃতির বাড়ী মালদার গাজোলে। সেও ফেরার। সিদ্দিককে কোর্টের আদেশ নিয়ে পুলিশী হেফাজতে রাখা হয়েছে।

বাস্তু জমির দখল নিয়ে বোমাবর্ষণে নিহত দুই

অরঙ্গাবাদ ঃ গত ১৭ অক্টোবর সুতি থানার বহুতালি অঞ্চলের বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামে সামান্য এক টুকরো বাস্তু জমির দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বোমাবাজিতে ঘটনাস্থলে দু'জনের মৃত্যু হয়। মৃত দু'জনের নাম তাজারুল সেখ ও তাজামুল সেখ। কাদোয়া বিট হাউসের বিতর্কিত ইনচার্জ ঘটনাস্থলে গেলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা নেন বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। সুতি থানা থেকে পড়ে পুলিশ ফোর্স এলেও তাঁরা খুব তৎপর না হয়ে কাদোয়া বিট হাউসে বসে থাকেন। তাঁদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতকারীরা নব উদ্যোমে বোমা বাঁধার সময়ে তা বিস্ফোরিত হয় এবং ওই দু'জন মারা যায়। পুলিশ (শেষ পৃষ্ঠায়)

কেরাণী পদে নিয়োগ বহুদিন ধরে আটকে আছে

সাগরদীঘি ঃ আজ থেকে প্রায় সাত / আট বছর আগে এই থানার বোখারা হাই স্কুলে কেরাণী পদে একজনকে নিয়োগ করার জন্য জঙ্গিপুর কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর নাম চাওয়া হয়। কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র যথারীতি নিয়মমাফিক নাম পাঠায়। কিন্তু তখন নিজেদের মনের মতো প্রার্থীর নাম না আসায় স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই পদের জন্য ইন্টারভ্যু বন্ধ রাখেন। এর দু'এক বছর পর পুনরায় ওই একই পদের জন্য নাম চাওয়া হয়। কিন্তু কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে উত্তর আসে—পূর্বে যে নাম পাঠানো হয়েছিল তার কি হল? স্কুল কর্তৃপক্ষ তার সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্র একই (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার, শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার? মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই কার্তিক বুধবার, ১৪০১ সাল।

সমাজবিরোধীদের প্রয়োজনেই কি ?

রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের সেকেন্দ্রা, গিরিয়া, নবকান্তপুর, বাঁধের ধার, মিঠিপুরে সম্প্রতি ১৭—১৯ অক্টোবর যে ভাবে চোরাচালান-কারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া গেল, তাহাকে দুই দল ফৌজের লড়াই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই চোরাই ঘাটের সমর্থকদের দেখা গেল প্রকাশ্য দিবালোকে আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা লইয়া পরস্পরের মুখোমুখি হইয়া যুদ্ধের কায়দায় আক্রমণ প্রতি আক্রমণ করিতে। নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে থাকিয়া যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাও সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, এই অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষজনের ত কথাই নাই। সমগ্র অঞ্চলটি সম্পূর্ণভাবে দুই দলের যোদ্ধাদের হস্তে দখলীকৃত অঞ্চল বলিয়া হইতেছিল। লুটপাট হইয়াছে দুই চেরোচালানকারীদলের চাঁইদের ঘর-বাড়ী। স্থানীয় প্রশাসনের 'নাকের ডগায়' যে উন্মাদনা ও যুদ্ধাবস্থা এই তিনদিনে দেখা গেল তাহাতে প্রশাসনের কর্তব্যবোধের প্রশংসা করা তো চলেই না বরং বলা চলে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, শান্তিপ্রিয় মানুষকে সন্ত্রস্ত হইতে, আতংকিত হইতে বাধ্য করিয়াছে। ইহার ফলে সমাজবিরোধীদের সাহস বৃদ্ধি পাইল, সাধারণ মানুষের মনোবল হ্রাস পাইল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কঠোর হস্তে অবস্থা আয়ত্বে আনিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়াছে কেন এইরূপ হইল। ঘটনার ভিতে প্রবেশ করিলে দেখা যায় বাংলাদেশে চোরাই দ্রব্য চাল, কেরোসিন, চিনি, লবণ, গরু প্রভৃতি চালান ও সেখান হইতে বিভিন্ন চোরাই দ্রব্য আমদানীর স্বার্থে বিভিন্ন জায়গার মতো এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে পদ্মার বুকে দুইটি ঘাট খেজুরতলা ও মিঠিপুর বোলতলা। এই ঘাট দুইটি শুধু যে চোরাই চালান ও আমদানীকারকদের স্বর্ণ ডিম্ব প্রসবকারী হংস তাহাই নহে, এই দু'টি ঘাটের অস্তিত্ব না থাকিলে কাষ্টমস্ ও স্থানীয় পুলিশের বে-আইনী অর্থ-লাভের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই উভয়তঃ স্বার্থরক্ষা করিতে পুলিশ, চোরাচালান ও আমদানীকারীদের সমঝোতা করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু স্বার্থ বড় বিষম বস্তু। ফলে মাঝে মাঝে দুই ঘাটের অধিকারী মাস্তানদের মধ্যে একে অপরের মাল অপহরণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে সৃষ্ট হয় যুদ্ধের পরিস্থিতি। সেই সময়ে পুলিশ ও কাষ্টমস্ পড়ে বড় বেকায়দায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা তাহাদের পাইয়া বসে। অবশ্য শুধুমাত্র পুলিশ প্রশাসনকে দোষ দিয়া লাভ নাই, ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষও এই অবস্থার জন্য কম দায়ী নহেন। তাঁহারাও এই অসামাজিক ব্যবসায়ে যে যুক্ত তাহা সহজেই বোঝা যায় তাহাদের হঠাৎ অর্থশালী হইয়া উঠার মধ্য হইতে। এই ত্র্যহস্পর্শ যোগের ফলে অসামাজিক বে-আইনী এই কারবার বন্ধ হউক ইহাও মনে প্রাণে, না বসবাসকারী, না চোরাকারবারী, না প্রশাসন কেহই চাহেন না। যার ফলে দুর্ভোগ বাড়িতেছে একেবারে দীনদরিদ্র সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষের। এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভব একমাত্র ঘাট দুটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিতে পারিলে। যদি ঐ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের গঙ্গাবক্ষে যাতায়াতের কোন প্রয়োজন না থাকে, একমাত্র গোপনে বাংলাদেশ যাতায়াত করা ছাড়া, তবে প্রশাসনের কর্তব্য অশান্তির বিস্ফোটক এই ঘাট দুটি এখনই বন্ধ করিয়া দেওয়া। এই সম্বন্ধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার ও পঃ বঙ্গ সরকারকে গভীরভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা করিতে না পারিলে এই অঞ্চলে বসবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য তো বন্ধ হইয়া যাইবেই, উপরন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই অঞ্চল দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল হইয়া পড়িবে ও প্রশাসন বলিয়া এইখানে আর কিছুই রহিবে না। এই মারাত্মক অবস্থা বারবার ঘটিতে থাকায় সাধারণ মানুষ ভাবিতেছেন এখানে পুলিশ বা কাষ্টমস্ কি সমাজবিরোধীদের প্রয়োজনেই ঘাট দুইটির অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

সময় নেই

সাধন দাস

ইদানীং মানুষ একটা কথা খুব বলছে—'সময় নেই'। ব্যস্ত মানুষের মোক্ষম অস্ত্র এটি। কিন্তু সময় যে নেই তা কে বললো ? সময় অফুরন্ত।

মহাকালের কোনো আদি নেই, কোনো অন্ত নেই। সময় অনন্ত, অনাদি। আসলে আমাদের জীবনটাই তার তুলনায় তুচ্ছ। অণু পরমাণুর চেয়েও ছোট। স্ফুলিঙ্গের মতো ক্ষণিক। আর তাই আমরা এর প্রতিটি পল অনুপলের নির্যাসকে নিঙড়ে নিতে চাই। বিশ্ব জুড়ে আজ এত আয়োজন যে তার মাঝখানে এই স্বল্পায়ু জীবনটা বানের জলে কুটোর মতো হাবুডুবু খায়। কোন্‌টা নিই, কোন্‌টা ছাড়ি, কোনটা সার, কোন্‌টা অসার—কে বলে দেবে ? তাই এত ছুটোছুটি।

গোটা ৬০ বছরের গড় আয়ুর মধ্যে 'আধ জনম হাম নিদে গোঙায়ঁলু' অতএব বাকি থাকে ৩০, অতঃপর 'জরা শিশু কতদিন গেলা'—ধরা যাক ১৫, বাকি নীট জীবন ১৫ বছর। এই ১৫ বছরের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর বিপুলা এই পৃথিবীর সব রূপ-রস-গন্ধ কি নিঙড়ে নেওয়া যায়, যায় না। তাই এই দুর্দান্ত ব্যস্ততা। বিংশ শেষের কম্পিউটার জীবন তাই সাহিত্যের মতো নয়, অংকের মতো ছকে বাঁধা। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ হয়েছে আজ।

ভোর ছ'টাই উঠেই অফিস বাবুটির চোখ ঘড়ির দিকে.....ব্রাশ নিয়েই ঢুকলেন প্রাতকৃত্যে, তারপর চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাগজে চোখ বোলানো, ট্যাপের জলে স্নানের বালতিটা ততক্ষণে ভর্তি হচ্ছে। ৭-৪০, রেডিও চালিয়ে স্নানে ঢুকলেন অফিসবাবুটি ৮-০৫, জামাকাপড় পরতে ৫ মিনিট, বাসষ্টপে যেতে ১০ মিনিট, ৮-৪৫ এ অফিসের বাস। অফিসটাইমে হাওড়া আর শেয়ালদার দিকে তাকান। যেদিন প্রথম কোলকাতা যাই, সেদিন এঁদের দেখে মনে হচ্ছিল—এরা হন্তদন্ত হয়ে কোথায় চলেছে ? চলন্ত ভিড়ের মধ্যে একজনকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'দাদা, কটা বাজে ?' লোকটি কব্জির দিকে তাকাতে তাকাতে মুহূর্তের মধ্যে আমার নাগালের বাইরে চলে গেল। কটা বাজে বলারও সময় নেই। কিন্তু অমন পড়িমরি করে কোথায় যাচ্ছে ওরা ? হাওড়ার সাবওয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিলো ওরা বুঝি স্বর্গের সিঁড়ির সন্ধান পেয়ে গেছে। তাই কে আগে মোক্ষধামে পৌঁছাতে পারে তারই রুদ্ধশ্বাস কম্পিটিশন। আর এই ছুটে চলার নেশায় তারা আজ ভুলে গেছে—আমাদের মাথার উপর এখনো (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

এস এফ আই এর সাংগঠনিক কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৮ অক্টোবর স্থানীয় এস এফ আই এর সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় সরাইখানার ভাগীরথী প্রাঃ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। পতাকা উত্তোলন, শহীদবেদীতে মাল্যদানের পর কনভেনশন শুরু হয় উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা রফিকুল ইসলাম। পরে অন্যান্য ভ্রাতপ্রতিম সংগঠনের পক্ষ থেকে সিটুর স্থানীয় নেতা উদয় ঘোষ ভাষণ দেন। ১০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ছাত্র নেতা আবদুল আলিম, দেবাশীষ ব্যানার্জী, কাজী খাইরুল আহাসান, শুভাশীষ মুখার্জী, ওসমান গণি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ১৯ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে কাজী খাইরুল আহাসান ও সুজিত দাস।

জলঙ্গী থেকে ফিরে—

অনুপ ঘোষাল

জলঙ্গীর মানুষ কাঁদছে না। পাথর হয়ে গেলে কেউ হাসেও না, কাঁদেও না। সেখানকার মানুষের চোখের জল শুকিয়ে গেছে। এখন ওঁরা নির্বিকার। কী যে ঘটে গেল কটাদিনে এখনও ওঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। আর বুঝতে পারলেও বিশ্বাস হচ্ছে না বোধহয়। পদ্মার পশ্চিম সীমান্ত ধরে মাইলের পর মাইল এলাকা বাড়িঘর-সম্পদ সবকিছু নিয়ে জলের নিচে তলিয়ে গেছে। এ অঞ্চলের ধনীনির্ধন সকলেই আজ অনিকেত।

বহরমপুর থেকে ইসলামপুর ২৬ কিলোমিটার। সেখান থেকে জলঙ্গীর পথে সোজা না গিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরলাম। সরু পিচের রাস্তা। প্রথমেই জলঙ্গীর ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য করতে পারব কিনা ভেবে বামনাবাদের ভাঙন দেখে চোখ-মনকে সইয়ে নেবার চেষ্টা। ঐ সরু রাস্তা দিয়েই ছাগলগাদা মানুষ নিয়ে টলমল চাকায় বাস চলেছে। আমাদের গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে তার ড্রাইভার হিমসিম। রাণীনগর, সেখপাড়া, কাজীপাড়া পেরিয়ে এগোচ্ছি। এগোচ্ছি বলার মধ্যে কতটুকু সত্যি ভুক্তভোগী ছাড়া কারুর জানা নেই। পথে গরুর মিছিল। হাজার হাজার গরু। তারা এগোচ্ছে। বাংলাদেশের দিকে। কশাইখানার দিকে। এটুকু কষ্ট করে পায়ে হেঁটে ওপারে পৌঁছে পোষাক ছেড়ে উড়োজাহাজে বিদেশপাড়ি। তখন আর কষ্ট নেই। গরুর মিছিলের পাশ কাটিয়ে আমাদের গাড়ি আর এগোয় না। কুড়ি কিলোমিটার পথ ১ ঘণ্টায়। ধানরামপুরে এসে গাড়ি আবার বাঁদিকে ঘুরল। এবার ৭/৮ কিলোমিটার, না, ৪/৫ কিলোমিটার দূরেই পদ্মা। ভাঙন।

আশ্চর্য এক এলাকা বামনাবাদ। পদ্মার জলে ঘূর্ণি, ফেনা। নদীর জলে স্রোত থাকে, তাই বলে এমন? বয়স্করা বললেন, 'এই ফেনা দেখলেই বুঝবেন মাটি কাটছে, ধস্ নামছে। ভাঙতে ভাঙতে পদ্মা ঢুকে পড়ছে। পূবপারে (বাংলাদেশ) বিদেশী সহযোগিতায় শক্ত বাঁধন পড়েছে। ভাঙন শুধু এ পারেই। চোখে পড়ল ওপারে আয়ুব ইনস্টিট্যুট, বাংলাদেশের পুলিশ ট্রেনিং স্কুল। নতুন ঘরবাড়ি। বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। বদলে যাচ্ছে এখানকার মানুষের ভাগ্য। সুখ শান্তিতে কেটে যাওয়া দিনগুলি থেকে সর্বনাশের দরজায়।

বৃদ্ধ জালালুদ্দিন নিজের আধভাঙা বাড়ির দাওয়া থেকে ঘোলাটে চোখে নদীর দিকে চেয়ে বসে আছেন। উঠোনের ৩০ ফুট নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পদ্মা। এখনই ঝুপ করে সব শেষ হয়ে যাবে। এখনই কিংবা কিছুক্ষণ পর। আশপাশের সব বাড়ি থেকে দর্জা-জানলা, টালি টিন খুলে নিচ্ছেন মানুষজন। জালালুদ্দিনের তাড়া নেই। এখনও তাঁর বিশ্বাস—এ বছরের মত পদ্মামা তাঁকে ছেড়ে দেবেন, সময় দেবেন আরো একটি বছর। জিজ্ঞাসা করলাম, 'পদ্মার এত কাছে বাড়ি করেছিলেন কেন?' শান্ত গলায় বৃদ্ধ জবাব দিলেন, 'এখ্যানে লয়। এখ্যানে আমি বাড়ি করি নাই। ব্যাটা কর‍্যাছিল।' বহুদূরে প্রায় মাঝপদ্মায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'হুই উইখানে ছ্যাল আব্বার পাকা দালান-বাড়ি। সাত বছর আগে সব চলি গ্যাল। নদী থেকি তিন মাইল দূর‍্যা এসি এখানি বসল্যাম। ইবার বলেন বাবু কতদূর যেতি হবে?'

পাশের বাড়ির ছাদ নেই। টালি খুলে নিয়ে চলে গেছে। খোলা আকাশের নিচে উনুনে হাঁড়ি চাপানো। রেডক্রশের চাল ফুটছে। দাওয়ায় ত্রিপলের নিচে আধশোয়া ত্রিশ বছরের নিশ্চিন্ত বালক। পাছে বাজছে —'চোলিকে পিছে ক্যা হ্যায়, চোলিকে পিছে...'। ট্রানজিস্টর নয়, বিশ্বাস করুন, ক্যাসেট রেকর্ডার। সর্বস্বান্তর ঘরেও ক্যাসেট বাজছে 'চোলিকে পিছে....'। 'আরে ভাই, চোলিকে পিছে থাকবেটা কী? দিল, দিল হ্যায় চোলিকে পিছে। মানুষের মন। বিচিত্র মানুষের মন। সর্বনাশের সামনে বসেও যে চোলির গান শুনতে পারে!

গাড়ি এগোল না। রাস্তা নেমে গেছে নদীর গর্ভে। ড্রাইভারকে ঘুরপথে এগিয়ে সামনের মোড়ে অপেক্ষা করতে বললাম। এগোলাম পায়ে হেঁটেই। গ্রামের পর গ্রাম। একই ছবি। সর্বস্বান্তর প্রাণবন্ত চলচ্চিত্র।

(চলবে)

সময় নেই (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

একটা মস্থর প্রশান্ত নীল আকাশ আছে। সেখানে বৃষ্টির পর সাতরঙা রামধনু ওঠে। এই যন্ত্রজীবনের মাঝেও কোথাও কোন ফুলভরা কৃষ্ণচূড়া গাছে অকারণে কোকিল ডেকে ওঠে, প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু নেয় বসন্তের উদাসী হাওয়ায় ইচ্ছেমতো পাতা ঝরে যায় টুপটাপ, কোনো তাড়া নেই ওদের।

জীবনের সবকিছু লুটে নেবো বলে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছি আজ।

কিন্তু যাচ্ছি কোথায়?

একটু সময় নিয়ে একবার ভাবুন তো!

নাকি বলবেন—তারও সময় নেই?

বিশ্বনবী দিবস ও ফাতেহা ইয়াজ দাহম উপলক্ষে ধর্মীয় অনুষ্ঠান

সাগরদীঘি: ২ অক্টোবর বিশ্বনবী দিবস ও ফাতেহা ইয়াজ দাহম উপলক্ষে মোরগ্রাম রেলষ্টেশনের সামনে সাঁকোবাজারে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ধর্মীয় সভাতে প্রায় এক হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ মিলিত হন বলে জানা যায়। গোঁসাইগ্রাম বারালার নিকটস্থ চারগাছির পীর কামেল হজরত আবদুল কাদের চৌধুরী সাহেব সভাপতির পদ অলংকৃত করে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ভাব-গাম্ভীর্য ও শোভা বৃদ্ধি করেন। চৌধুরী সাহেব ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলি ব্যাখ্যা করে জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। মোঃ মফিজুদ্দিন, মোঃ সমীরুদ্দিন প্রমুখ স্থানীয় মৌলানা ইসলামের নানা দৃষ্টি কোণ থেকে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া স্থানীয় শিক্ষক আবদুর রাকিব সাহেব ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব, পণ প্রথা, বহু বিবাহ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর ভাষণ দেন।

স্বল্প দৈর্ঘ্যের সাঁতার প্রতিযোগিতা

জঙ্গিপুর: স্থানীয় ভারতীয় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ৩নং ইউনিট এর উদ্যোগে সম্প্রতি মির্ধাপাড়ার পুকুরে স্বল্প দৈর্ঘ্যের এক সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন সারথী মুখার্জী, প্রধান অতিথি পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ও বিশেষ অতিথি অধ্যাপক বিল্বদল চক্রবর্ত্তী। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ১৯৯৩ এর এশিয়ার দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় ৫ম স্থান অধিকারী মোহনকুমার মাহাতো। ৫০ মিঃ, ১০০ মিঃ বালকদের, ১০০ মিঃ মহিলা ও ৪০০ মিঃ পুরুষদের সন্তরণ হয়।

হোটেলে টাকা সমেত ব্যাগ উধাও

রঘুনাথগঞ্জ: সম্প্রতি সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কড়াইয়া গ্রামের রামকুমার ভকত রঘুনাথগঞ্জের সিনেমা হাউসের সামনে একটি হোটেলে খাবার সময় তাঁর হাত ব্যাগটি চুরি যায়। খবর তিনি তাঁর চেয়ারের পাশে হাত ব্যাগটি রেখে ভাত খাচ্ছিলেন। খেয়ে উঠে দেখেন ব্যাগটি নেই। ব্যাগে ১৬ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের পাশবই ও চেকবই ছিল। ব্যাগটি না পেয়ে তিনি রঘুনাথগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ফুলতলায় একটি অপরাধচক্র গড়ে উঠেছে। যার ফলে মাঝে মধ্যেই বাস-যাত্রীদের টাকা ও জিনিসপত্র উধাও হচ্ছে।

শিশু হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি ঃ এই থানার চন্ডীগ্রামের জ্ঞানেন্দ্র ফুলমালীকে তার মামাতো দাদা ভুলু ফুলমালীর শিশু কন্যা সুখীকে (২) হত্যার অভিযোগে পুলিশ সম্প্রতি গ্রেপ্তার করে। খবরে প্রকাশ পারিবারিক গোলমালের ফলে প্রতিশোধমূলক এই হত্যা।

একে একে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে রং করার কাজও অর্থাভাবে বন্ধ রাখতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত এই মুহূর্তে ব্যারেজ গেটগুলিকে সংস্কার করা না হলে বা বাঁধের উত্তর দিকের বিশাল চর সংস্কার না করলে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়ে যাবে। এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যে বাঁধ নির্মিত হলো তা কোন কাজে আসবে না ভাঙ্গন রোধে বাধা সৃষ্টি হবে। নদীর ধারের মানুষ এ ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তায় ভুগছেন।

পুলিশ সুপার ঘুরে গেলেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

শান্তি কমিটি গড়েছি। তবুও মানুষ আমাদের সাথে যোগ দিতে সাহস পাচ্ছেন না। আমরা প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে তাঁদের এগিয়ে এসে ক্যাম্প বসিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করতে বাধ্য করেছি। সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষকে একত্রিত করার ব্যাপারে পরিশ্রম করে চলেছি। পরবর্তী খবরে জানা যায়, ২৪ অক্টোবর নবকান্তপুরের ৪ জন এবং ২৫ অক্টোবর মিঠিপুরের ৮ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এসপি দাঁড়িয়ে থেকে দুটি ঘাটের ধারের দোকান-গুলো ভেঙ্গে ফেলে দেন বলে জানা যায়।

কেরাণী পদে নিয়োগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

পদের জন্য বারবার নাম পাঠাতে অস্বীকার করলে অগত্যা পূর্বের পাঠানো নাম থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। কিন্তু নাম পাঠানোর সময় যে প্রার্থীর বয়স ছিল ৩৪/৩৫ বছর, সাক্ষাৎকারের সময় সেই প্রার্থীর বয়স ৩৯/৪০ বছর ছুঁই ছুঁই করছিল। এমতাবস্থায় স্কুল কর্তৃপক্ষ যোগ্যতা নির্ধারক পরীক্ষার নামে সম্পূর্ণ প্রহসন করেন। সাক্ষাৎকার স্কুল ঘরে নয়—স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজের বাড়ীতে বসে প্রার্থী মনোনীত করেন। এর পরিবর্তে ৬৫ হাজার টাকা নাকি বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে 'ডোনেশন' নেওয়া হয়। এবং সমস্ত টাকাটাই বিনা রসিদে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অথচ সাক্ষাৎকার পরীক্ষার দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে কেরাণী পদের নিয়োগ আজও হয় নি।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অধ্যাপকের অবসর গ্রহণ

জঙ্গিপুর ঃ সম্প্রতি দীর্ঘ ৩৫ বছর সুনামের সঙ্গে জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপনা করার পর অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস অবসর নিলেন। কলেজ শিক্ষক সংস্থা গত ২৮ সেপ্টেম্বর শ্রীদাসকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান।

যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ শিবির

মির্জাপুর ঃ এস এস বি, ভারত সরকার পরিচালনায় স্থানীয় নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ক্লাব প্রাঙ্গণে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহঃ বদর সেখ, জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল ও জঙ্গিপুর সার্কেলের এস এস বি অর্গানাইজার শ্রীসরকার।

নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে

মির্জাপুর ঃ সম্প্রতি নবভারত স্পোর্টিং ক্লাব বাংলার ব্রতচারী সমিতির পরিচালনাধীনে পনের দিনের এক ব্রতচারী শিবিরের ব্যবস্থা করেছে। এরপর থেকে প্রতি বছর নভেম্বরে সংক্ষিপ্ত ও মাধ্যমিক শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বর দশদিনের জন্য দিল্লীর জাতীয় মেলায় জেলার ঐতিহ্য প্রদর্শনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কল্যাণ পর্ষদ নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবকে রেশম শিল্পের প্রদর্শনীর জন্য মনোনীত করেছেন। নবভারতের সদস্যবৃন্দ সেই কর্তব্য পালনে তৎপর হয়েছেন বলে জানা যায়।

বাস্তু জমির দখল নিয়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু বিচিত্র ঘটনা যে, পুলিশ লাশ উদ্ধার না করেই বিট হাউসে ফিরে আসে। লাশ মাঠেই পড়ে থাকে। এই সুযোগে লাশ দুটিকে বৈষ্ণবডাঙ্গা গ্রামের উত্তর মাঠেই কবর দিয়ে লুকিয়ে ফেলা হয় বলে খবর। প্রকাশ ঐদিন সকাল ৭টায় একদল দুষ্কৃতকারী জনৈক আফজাল সেখের বাড়ীর উপর চড়াও হয়ে বোমা ও পিস্তলের গুলি ছুঁড়তে থাকে। তার ফলেই সংঘর্ষ শুরু হয়।

হক ফার্মেসী

রঘুনাথগঞ্জ (গাড়ীঘাট) মুর্শিদাবাদ

(বৃহস্পতিবার বন্ধ)

নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

১। জেনারেল সার্জেন।
২। স্নায়ু ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।
৩। নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ।
৪। দাঁত ও মুখ রোগ বিশেষজ্ঞ।
৫। প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ।
৬। শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৭। চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ।
৮। চর্ম, যৌন ও কুষ্ঠ রোগ বিশেষজ্ঞ।

বিঃ দ্রঃ—এছাড়া অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা পরে জানানো হবে।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।